দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 08 FEB 2003 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

ঐতিহ্যবাহী সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান হয়। আরম্ভ হয় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন। এ সময়ে ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তাহজীব-তমুদ্দুন রক্ষার জন্য কতিপয় মুসলিম শিক্ষাবিদ ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানীর ভারতীয় বড়লাট স্যার ওয়ারেন হেস্টিংসের সাথে সাক্ষাৎ করে কলিকাতায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। বড়লাট তাদের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। ১৭৮০ সালের অক্টোবর থেকে ১৭৮১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট সাত মাস ভাড়া করা বাড়ীতে মাদরাসা চলতে থাকে। পরবর্তীতে মাদরাসার জন্য এক খণ্ড জমি কিনে নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়। এর নাম দেয়া হয় 'মোহামেডান কলেজ'। ১৭৮৫ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করেন।

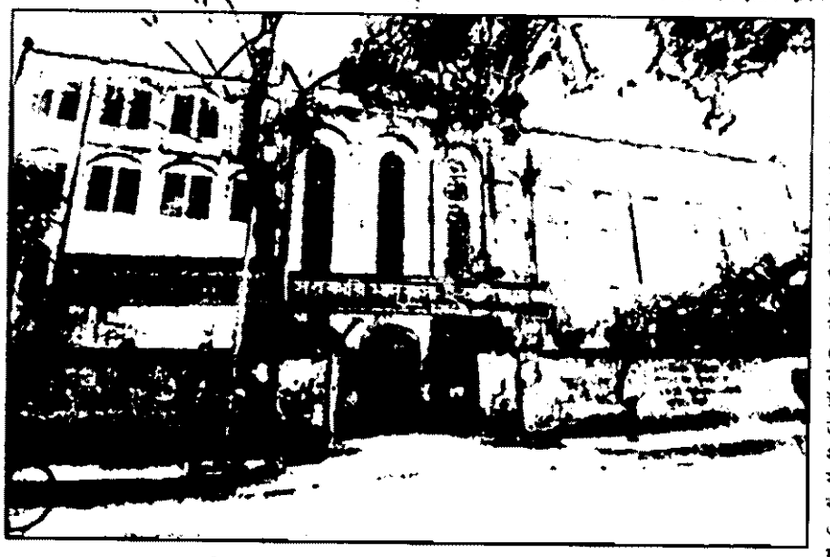

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে মাদরাসা-ই-আলিয়ার যাবতীয় আসবাবপত্র, লাইব্রেরীর মূল্যবান কিতাবপত্র, বোর্ডের যাবতীয় রেকর্ডপত্র এবং ইলিয়ট হোস্টেলের যাবতীয় আসবাবপত্র ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।

ঢাকার বকশি বাজারস্থ বর্তমান আলিয়া মাদরাসায় অসংখ্য শিক্ষার্থী পড়াশুনার মাধ্যমে আগামী দিনের আলোর বাহক হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রত্যয়ে সদা সচেষ্ট। ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা-ই-আলিয়াকে কেন্দ্র করে দেশের লাখ লাখ আলেম সমাজ ও মাদরাসার ছাত্র সমাজ ছড়িয়ে আছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। ক্রমান্বয়ে মাদরাসা ছাত্র সমাজ ও যোগ্য ওলামায়ে-কেরামগণ ইসলামের খেদমতে এবং মহান উদ্দেশ্যে আজ তৎপর। ধর্মীয় দিক থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আলিয়ার ছাত্র-ছাত্রীরা সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। মাদরাসার বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক বিষয় জানার আগ্রহ পুরো জাতির।

মাদরাসার শ্রেণীস্তর ও বিভাগসমূহ

(ক) দাখিল স্তর ঃ ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত। দাখিল ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে সাধারণ, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ ও হিফজুল কুরআন চারটি শাখাতেই পাঠদান করা হয়।

(খ) আলিম স্তর ঃ আলিম ১ম ও ২য় বর্ষে সাধারণ, বিজ্ঞান ও মুজাব্বিদ শাখা চালু আছে।

(গ) ফাজিল স্তর ঃ ফাজিল ১ম ও ২য় বর্ষে সাধারণ এবং মুজাব্বিদ শাখা চালু আছে।

(ঘ) কামিল স্তর ঃ ১. আল-হাদীস ২. আততাফসীর ৩. আল-ফিকহ, ৪. আল-আদাবুল আরবী এবং ৫. আল-মুজাব্বিদ মোট পাঁচটি বিভাগ চালু রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যে কোন বিভাগ বেছে নিতে পারেন।

শিক্ষকমণ্ডলী

এ মাদরাসায় শিক্ষকগণের সৃষ্ট পদ ৬৮টি। কয়েকজন ব্যতীত সকলেই প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড পদের শিক্ষক। তারা বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্য। অধিকাংশ শিক্ষকই নিজ নিজ যোগ্যতার আলোকে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষকবৃন্দ ইসলামী জীবনযাপনে সদা সচেষ্ট থাকেন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর স্টাফের সৃষ্টপদ ২২টি এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৫ জন।

লাইব্রেরি

আজ থেকে ২২৭ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার লাইব্রেরীটি তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম লাইব্রেরী বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এতে প্রায় ৩০ হাজার দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ রয়েছে। অসংখ্য প্রাচীন হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক স্কলার গবেষক ও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষক ও গবেষকগণ এই লাইব্রেরীর রেফারেন্স গ্রন্থ থেকে তাদের গবেষণা কাজে সহায়তা নিয়ে থাকেন। কামিল শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে লাইব্রেরী থেকে কিতাব ও গ্রন্থসমূহ পাঠের জন্য ইস্যু করা হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীরাও তাদের উন্নত পাঠের জন্য লাইব্রেরী থেকে সাহায্য নিয়ে থাকে।

পাঠদান কার্যক্রম

বছরের শুরুতেই সিলেবাস অনুযায়ী বিষয়বস্তুসমূহের মাসভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নকরত সে অনুযায়ী রুটিন মোতাবেক নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করা হয়। প্রতি পনের দিনে সকল বিষয়ের শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ের পঠিত অংশের একটি লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মেলানোর জন্য আরবী ও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে উক্ত ২টি ভাষার ওপর ভিত্তি করে মাঝে মাঝে সেমিনার ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ার অনেক উন্নত হয়।

শিক্ষক-ছাত্র যৌথ সমাবেশ

প্রতি দু'মাস অন্তর একবার মাদরাসার অডিটোরিয়ামে শিক্ষক-ছাত্রদের যৌথ সমাবেশের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সমাবেশে ছাত্রদের লেখাপড়ার মানোন্নয়ন পরীক্ষায় নকল প্রবণতায় নিরুৎসাহীকরণ, আচার-আচরণ, নৈতিক চরিত্র গঠন, ভবিষ্যতের উন্নত জীবন এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়।

বিজ্ঞানাগার এবং কম্পিউটার ল্যাব

মাদরাসার দাখিল ও আলিম স্তরে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উন্নতমানের পৃথক চারটি বিজ্ঞানাগার আছে। এতে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি থাকায় ব্যবহারিক ক্লাস নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বর্তমানে বিশ্ব চাহিদানুযায়ী কম্পিউটার বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত একটি জাতি গঠনের লক্ষ্যে অত্র মাদরাসার অধ্যয়নরত সকল বয়স/শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার শিক্ষার জন্য একটি কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে।

সহপাঠ্যক্রম কার্যাবলী

সিলেবাসভিত্তিক লেখাপড়ার সাথে সাথে মাদরাসা অডিটোরিয়ামে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। দেয়াল পত্রিকা প্রণয়ন, হামদ, নাত, কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী সঙ্গীত, কবিতা পাঠ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক প্রকাশনা, বনভোজন, শিক্ষা সফর ইত্যাদি সহপাঠক্রম কার্যাবলীর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া মাদরাসার খেলার মাঠে ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা রয়েছে। মাদরাসায় বয়স্কাউট ও রোভার স্কাউটের কার্যক্রম রয়েছে।

আবাসিক সুবিধা

মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থাও রয়েছে। চারতলাবিশিষ্ট আল্লামা কাশগরী হল নামে বৃহৎ একটি আবাসিক হল রয়েছে। এ ছাত্রাবাসে মোট সীট ২৮৪টি। মাদরাসার শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত সুপারভাইজিং কমিটি হলের শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান করে থাকে। তাঁরা প্রতিদিন সকালে ও রাতে ছাত্রাবাসের বোর্ডারদের লেখাপড়া, ডাইনিং হলের কার্যক্রম, মসজিদে নামাজে বোর্ডারদের উপস্থিতি, বোর্ডারদের আচার-আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

মাদরাসার সফলতা

প্রতিবছর এ প্রতিষ্ঠান থেকে মাদরাসা বোর্ডের দুরন্ত পরীক্ষায় সকল স্তরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষার্থী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে থাকে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের পাসের হার খুবই সন্তোষজনক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে পরীক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনায় ১৯৯৩, ২০০০ ও ২০০২ সনে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদরাসাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে মাদরাসাটির ২০০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্রগণ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে এসে যোগদান করেছিলেন। বিশিষ্ট আরবীবিদ আল্লামা কাশগরীসহ সনামধন্য বুদ্ধিজীবীগণ এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন।

ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৎকালীন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা যেমন স্বাধিকার আন্দোলনসহ নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল বর্তমান ঢাকা আলিয়া মাদরাসাও তেমনি দ্বীনি শিক্ষা বিস্তার ও প্রসার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

❑ মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান